নির্লজ্জ আর্তনাদ

নির্লজ্জ আর্তনাদ

যোজন মাহমুদ

নির্লজ্জ আর্তনাদ
যোজন মাহমুদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Nirlojjo Artonad by Jojon Mahmud Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98456-7-6

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

সবুজে উড়ে বেড়ানো রঙিন প্রজাপতিকে।

মজিবুল হক চৌধুরী
মোর্শেদা আক্তার চৌধুরী
ইসরাত জাহান চৌধুরী
নাজমুন নাহার চৌধুরী
আকিবুল হক চৌধুরী
মোজাহিদুল ইসলাম চৌধুরী
মানহা বিনতে মোজাহিদ

ভূমিকা

"নির্লজ্জ আর্তনাদ" কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি ভিন্ন কবিতাই এক অর্থে অভিন্ন, সে তার অভিপ্রেত নির্লজ্জতর আত্ম প্রকাশে পিছপা হয়নি বরং ধ্বজা উড়িয়েছে স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে, শুধু শ্যেণ দৃষ্টি রেখেছে রসিক পানে, যেখানে তুমি আসলে স্বপ্ন ভঙ্গ, ধ্রুবতারা অনেকটা হাওয়াই মিঠাইয়ের মতো মিলিয়ে যায় নিত্য-অনিত্যে, সোনা মাছের পোনা হয়তো একমাত্র সাক্ষী থাকে সেই আনাগোনার, আনন্দের শঙ্কা জাগে, বিসর্জনের যোগাযোগে, ছুঁয়ে যার নামকরণ থেকে মনমর্জি মতো বিষয় থেকে বিষয়ান্তর পর্যটন, ফুল কাকে ভালবাসে সে উত্তর খোঁপার ফুলের কাছে পেতে নিরন্তর পড়তে হবে কবিতা মালা, গদ্য, চলিত, পুরাতন সম্বোধনে নানা ভাবে নিঃশব্দে শব্দ শোনা যাবে এই গ্রন্থে, বরুণা'র অধরে অধর রেখে সেই নিঃশব্দে বিশ্বাস রেখেছেন যোজন, উড়োচিঠি ভেবে সমকাল থেকে পলেস্তারার মতো খসে খসে পড়া কবিতার গুচ্ছ একত্রে আস্বাদনে পাঠকের বিচিত্র ভ্রমন সুখ প্রেক্ষাপট যেন সদর্থক সেজে আছে একান্ত অপেক্ষায়। আপনাদের সুহৃদয়ের স্পর্শে জেগে থাকুক কবিতার নব সংযোগ এই একমাত্র অভিপ্রায়।

ভালবাসা সহ

হিমাদ্রি শেখর দে
কোলকাতা
২৬শে ডিসেম্বর ২০২৩

সূ চি প ত্র

আমার তুমি হলেই চলবে	১১
আকাঙ্ক্ষা	১২
তুমি আসলে ভালোবাসবো	১৩
যোগাযোগ	১৪
স্বপ্নভঙ্গ	১৫
ছুঁয়ে যায়	১৫
নির্লজ্জ আর্তনাদ	১৬
উড়োচিঠি	১৭
রহস্যের সৃষ্টি	১৭
ফুলবানু	১৮
মনমর্জি	১৮
আনমনে	১৯
চৈত্রের খরা	১৯
বাস্তব	২০
নিঃশব্দ	২০
খোঁপার ফুল	২০
বিশ্বাস	২০
হাওয়ায় মিঠাই	২০
ভালোবাসা	২১
মুক্তবন	২১
চিঠি	২২
দেবী	২২
সংযোগ	২৩
স্মৃতির পাতা	২৪
ব্যবধান	২৪
খামোখাই	২৫
গহিন অরণ্যে	২৫
গন্তব্য	২৬
লুকোচুরি	২৬
ঘুড়ি	২৭
স্বপ্নের গল্প	২৭
বন্ধ দরজার গল্প	২৮
সাক্ষী	২৯
লগ্ন	৩০
পূর্ণিমা	৩০
স্পন্দন	৩১
ফাগুনের আগুন	৩২
বহেমিয়ান	৩২
চুম্বন	৩৩
দুশ্চরিত্রবান	৩৩
দিল্লিকা লাড্ডু	৩৪
বিষের জ্বালা	৩৪
আহ্বান	৩৫
মন্দ নন্দ	৩৬
মাকাল ফল	৩৭
ব্যর্থতা	৩৮
ছোটাছুটি	৩৮
মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং	৩৯
অনুভূতি	৩৯
প্রতীক্ষা	৪০
আমি প্রেমিক?	৪১
এই বেশ ভালো আছি	৪২
উপদেশ	৪৩
পত্র দিও	৪৪

ভোরের স্বপ্ন	৪৫
পরিস্থিতি	৪৫
বিষাক্ততা	৪৬
দেবদাস	৪৬
সতর্কতা	৪৬
স্বার্থপর	৪৭
ভুল	৪৮
অপরাজিত সৈনিক	৪৯
নাজেহাল	৫০
অনুভব	৫১
পাতার বাঁশি	৫২
বাউলা বাতাস	৫৩
ফানুস	৫৪
নিরুপায়	৫৫
পাবার ব্যাকুলতা	৫৫
ফিরে আসা	৫৬
শুধু তুই	৫৬
স্পর্শ	৫৭
ভাবনা	৫৭
ছলচাতুরি	৫৮
দূরত্ব	৫৯
নিয়ন্ত্রন	৬০
সুখেরও সন্ধানী	৬০
অনুপম	৬১
রেহাই	৬২
শীতল বাতাস	৬২
জ্বালাতন প্রেম	৬৩
পরগাছা	৬৩
আনন্দের শঙ্কা	৬৩
বিসর্জন	৬৪
প্রেক্ষাপট	৬৪

আমার তুমি হলেই চলবে

আমার তুমি হলেই চলবে
কাছে থেকেও দূরে দূরে সরবে,
ধুকে ধুকে জ্বলবে পুড়বে
কারণে-অকারণে আরো কাছে টানবে
আমার তুমি হলেই চলবে।
অভিমানে দূরে ঠেলে ভালোবাসি বললে
নীরবে নিঃশব্দে আমাকে খুঁজবে,
হুট করে ঘরে ঢুকে মুখ বুজে থাকলে
কাছে এসে মৃদু হেসে চোখে চোখ রাখবে
আমার তুমি হলেই চলবে।

আকাঙ্ক্ষা

আমি একটা তুমি হতে চাই।
তুমি যেভাবে দেখবে ঠিক সেভাবেই দেখবো
তুমি যা শুনবে তাই শুনবো,
আমি একটা তুমি হতে চাই।
আকাশের বুকে যখন পাখিরা ডানা মেলে উড়বে তখন পাখিদের বলবো, কালো মেঘে তোর ডানার বাতাসে নীল করে দে
পাখিরাও তাই করবে।
আমি একটা তুমি হতে চাই।
রাত জেগে থাকবো তোমার সাথে অজস্র
তোমার মত খাবো, তোমার মত গান শুনবো, এক পর্যায়ে তোমার মত রাগ করতে শিখে যাবো
আমি একটা তুমি হতে চাই।
তুমি নতুন শব্দে কবিতা লিখবে, গল্প বানিয়ে ফেলবে নিজের অজান্তেই অন্য কোন গল্পে চরিত্র হয়ে, আমি হয়ে যাবো ট্রাজেডি, জানি মানুষ আমাকে মনে রাখবে, কিন্তু আমি কি মনে রাখব? আমাকে না তোমাকে?

তুমি আসলে ভালোবাসবো

প্রিয়,
ভালোবাসা, তুমি নীল আকাশ থেকে যোজন যোজন দূরে, রাতের পেঁচা হয়ে চেয়ে থাকো নক্ষত্রের দিকে। সমস্ত শহরে উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়েছে। বাতাসের কোন স্পর্শ লাগেনা। বৃষ্টির ফোটার মতো উষ্ণ শরীর থেকে বিন্দু বিন্দুতে ঝরে পড়ছে শরীরের নোনাঘাম। সবকিছুর মাঝে কেমন যেন স্তব্ধতা, নীরবতা তারপরও আলোর প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে দোয়েল, শালিক ছাড়া ও ঘরছাড়া ছোট্ট চড়ুই। তুমি আসবে বলে সমস্ত অন্ধকার যেন উৎসব মুখর হয়ে উঠেছে, ঐ কলঙ্ক মাখা চাঁদের দিকে তাকিয়ে তারার আলোয় জ্বলেছিল জোনাকি। আলো-আঁধারে যে ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে তা তোমার জন্য তোলা থাকলো তুমি আসলে ভালোবাসবো।

যোগাযোগ

বসন্তের ফুলে ফুলে ভরে উঠেছে চারপাশ
দিনে যেমন গরম পড়ে রাতে বহে শীতল বাতাস
তোর জন্য ফুল কুড়ালাম আজ, নাম জানিনা ফুলের, একজন বলল, অশোক ফুল। অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল!
গাছটির নিচে দাঁড়াতেই, মাথার উপর থেকে সোজা হাতে এসে পরল, বেশ আনন্দ পেলাম!
মনের সুখে ফুল কুড়াতে দেখে অনেকে বলে উঠলো, আমায় একটা দিবে?
সবাইকে একটা করে ফুল দিলাম।
এত ফুল পড়ে আছে কেউ কুড়িয়ে নিতে চায় না,
আমার হাতের টাই নিতে হবে,
এগুলো তোর জন্য তুলে এনেছি।

স্বপ্নভঙ্গ

আলোকে উদ্দেশ্য করে এলোমেলো পথে হাঁটতে হাঁটতে, কখন যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসলো, বুঝে উঠতে পারলাম না।
হঠাৎ মনে হল পেছনে কে যেন আসছে। মাটির দিকে তাকাতেই আলো ছায়ার মাঝে পেছনের মানুষের ছায়া বুঝতে পারলাম।
আমি আমার মত করেই হাঁটছি, শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম, দুটি মেয়ে ফিসফিস করে কথা বলছে আর পিছু নিচ্ছে আমার, আমি আমার গতিতেই চলছি।
কিছু বুঝে না উঠতে একজন হুট করে আমার ডান হাত ধরে চলতে শুরু করল, অন্যজন বিদায় নিলো মুহূর্তেই।
একজনকে চলে যেতে দেখলাম অন্য জন আমার হাত ধরেছে-তাকে এর আগে আমি কখনও দেখিনি, যেন বিধাতা নিজ হাতে একে একে তাকে সাজিয়েছে। বেশ আনন্দ লাগছিল আবার ভয় হচ্ছিলো।
মেয়েটি আমাকে বলল তুমি জানো?
আমি বললাম, হ্যাঁ জানি।
মেয়েটি বলল, কি করে জানলে?
আমি বললাম, যে অধিকারে তুমি হাতটা ধরলে।
মেয়েটি বলল, তোমার পথের সাথী করে নিবে আমাকে?
আমি বললাম, যতদূর তাকাই শুধু অন্ধকার দেখতে পাই।
মেয়েটি বলল তাতে কী, আমি তোমার সাথে অন্ধকারে বিলীন হতে চাই, যদি তুমি চাও?

ছুঁয়ে যায়

যদি প্রেম ছুঁয়ে যায় মেঘে ডাক এসে যায়
ধরো হাত অযথায় অসময় অবেলায়,
যে দিকে ফিরে চাই খুঁজে পাই যে তোমায়
এ সময় ওই সময় ফিরে পাই যে তোমায়,
পাখিরা ডেকে যায় এ প্রহর এ বেলায়
আমিও হেসে যাই ভেসে যাই এ ভেলায়।

নির্লজ্জ আর্তনাদ

মনের মানুষ আসবে বলে
রসিক পানে চাইয়া
চড়ুই ডাকে কিচির মিচির
সঙ্গী হারা হইয়া।
সোনা রোদে সকাল হাসে
শিশির ভেজা কচি ঘাসে
দিন গেলো কী বইয়া!
মনের মানুষ আসবে বলে
রসিক পানে চাইয়া।
কতশত দিন বয়ে যায়
সত্য মিথ্যা কইরা।
শীতের কালে পাতা কেন
যায়যে এমন ঝইরা।
মনের মানুষ আসবে বলে
রসিক পানে চাইয়া।
সকাল শেষে সন্ধ্যা গেলো–
আঁধার করে রাতের আলো,
চন্দ্র হাসে চাইয়া।
মনের মানুষ আসবে বলে
রসিক পানে চাইয়া।
তোমারে যে জপে এই মন
নিশি কালো হয় যে কখন
দিকবিদিক হারাইয়া।
মনের মানুষ আসবে বলে
রসিক পানে চাইয়া।